R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228 Regd. No.—WB/MSD—4

সুখ ★ স্বাচ্ছন্দ্য ★ নিরাপত্তা
ত্রয়ীর সম্মেলন
নিবেদিতা লজ
।। স্থান ।।
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
আধুনিক সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ এই লজে নিরাপদে, স্বল্প ব্যয়ে থাকার সুযোগ নিন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ★ ফোন নং-১১২

৮০শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ ১৬ই চৈত্র বুধবার, ১৪০০ সাল | নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
৪৪শ সংখ্যা | ৩০শে মার্চ, ১৯৯৪ সাল। | বার্ষিক ২৫ টাকা

ইট ভাটা মালিকদের মাটি কাটার দাপটে রেললাইন, ব্রিজ, রাস্তা ও পঞ্চবটী গ্রাম বিপন্ন

বিশেষ সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের কানুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩৪নং জাতীয় সড়ক, রেললাইনের ধার, গদাইপুর ব্রিজের পাশ ও পঞ্চবটী গ্রাম ইট ভাটা মালিকদের ব্যাপক মাটি কাটার দাপটে বিপন্ন হয়ে পড়েছে বলে জানা যায়। আশ-পাশের গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন ভাটার মালিকেরা ঐ অঞ্চলের ৩৪নং জাতীয় সড়কের ও রেললাইনের পাশ থেকে ব্যাপক হারে কোথাও ৫/৬ ফুট, আবার কোথাও ১০/১২ ফুট গর্ত করে মাটি কেটে নেওয়ায় ঐ রাস্তা, রেললাইন, ব্রিজ ও নিকটবর্তী পঞ্চবটী গ্রাম বর্ষায় বিপন্ন হয়ে পড়বে। প্রাক্তন মহকুমা শাসক এস সুরেশকুমারের সরজমিন তদন্তে এই বিপদ ধরা পড়লে ১৯৯২ সালের এপ্রিল থেকে তাঁর নির্দেশে মাটি কাটা বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু তিনি বহরমপুরে এ, ডি, এম হয়ে বদলী হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আবার বিস্ময়জনকভাবে ঐ মাটি কাটা ফের শুরু হয়েছে বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন। পঞ্চবটী গ্রামের মানুষেরা আপত্তি জানালেও তা না শুনে মাটি কাটা চলছে বহাল তবিয়তে। গ্রামবাসীরা বর্তমান মহকুমা শাসক, বিডিও রঘুনাথগঞ্জ-১ এবং বি-এল-আর-ওর কাছে আবেদন করেও কোন ফল পাননি বলে জানান। গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন এই ব্যাপক মাটি কাটার ফলে রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ব্রিজের পিলারগুলি বর্ষার জলবৃদ্ধির সঙ্গে নদীর স্রোত বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় ভেঙ্গে পড়তে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। পঞ্চবটি গ্রামের বাসিন্দারা নদীপাড় কেটে নেওয়ার ফলে বর্ষার নদীর জলে ভেসে যাবার আতংকে ভুগছেন। যত্রতত্র মাটি কেটে নেওয়ার ফলে চাষের জমি নষ্ট হয়ে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হবে। নদীপাড় নীচু হয়ে যাওয়ায় বাধাহীন জলস্রোত গ্রাম ও খেতের উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটাতে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফেরীঘাটের পাওনা টাকা আদায়ে গড়িমসি

রঘুনাথগঞ্জ : দফরপুর ফেরীঘাট ১৯৯৩-৯৪ এর জন্য ডাক হয় ১,৬০,০০০ টাকায়। জানা যায় ডাকের প্রথম কিস্তি ৫০ হাজার টাকা এককালীন জমা দেওয়ার পর বাকী ১,১০,০০০ টাকা বছর শেষ হয়ে গেলেও আদায় করা হয়নি। উল্লেখ্য এই ঘাটটির যাবতীয় ডাক ও আদায় করা হয় রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের তত্ত্বাবধানে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ ঘাটটির ইজারাদার যিনি তিনি আসলে প্রকৃত ইজারাদার নন। প্রভাবশালী এক রাজনৈতিক নেতা এই ঘাটের প্রকৃত ইজারাদার। সে কারণেই ব্লক থেকে টাকা আদায়ের এই গড়িমসি দেখা যাচ্ছে বলে সাধারণ মানুষের সন্দেহ। ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রাণবন্ধু মাঝের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান ঘাটের জন্য পাওনা ১,১০,০০০ টাকা লেসী জমা দেননি এ কথা সত্য। তবে টাকা আদায়ে গড়িমসির কথা ঠিক নয়। লেসীকে নোটীশ দেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনে তাঁর নৌকা বা অন্যান্য সরঞ্জাম আটক এমন কি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি আটক করার ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে। আইনগতভাবে আমরা ব্যবস্থা নিয়ে পারি লেসীর উপরেই, তাঁর পিছনে কে আছেন তা আমাদের দেখা বা তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নয়

আইনজীবী ও মহকুমা শাসকের বিরোধে এজলাস বন্ধ

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় আইনজীবীদের সাথে মহকুমা শাসকের বিরোধকে কেন্দ্র করে এস ডি ওর এজলাসে মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম বন্ধ রয়েছে বলে জানা যায়। খবর গত ২৪ মার্চ দুপুরে জঙ্গিপুরের এস ডি ও চেম্বারে আইনজীবীদের তরফে এস ডি ও উমাশঙ্কর রায় ও ট্রেজারী অফিসার তথা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীপ্রধানকে ঘিরে এক বিক্ষোভ দেখানো হয়। আইনজীবীদের অভিযোগ মহকুমা শাসক বা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কেউই সময় মতো এজলাসে উপস্থিত হন না। ফলে অযথা মামলাকারী ও আইনজীবীরা হয়রাণ হচ্ছেন। এই বিক্ষোভের সময় উভয় পক্ষে কিছু বাদানুবাদ হয় এবং তার ফলে মহকুমা শাসক এজলাসে নিজে বা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের উপস্থিতি বন্ধ করে দেন। এজলাস বন্ধ হবার ফলে সাধারণ মানুষ বিচার ব্যবস্থা সুযোগ না পেয়ে অসুবিধায় পড়েন বলে অভিযোগ উঠে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রতিনিধি মহকুমা শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে আইনজীবীদের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন ঘটনার দিন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত হতে দেরী হয় ঠিকই কিন্তু সে ঘটনাকে কেন্দ্র করে বারের দুজন প্রতিনিধি বালক মুখার্জী ও সমীর চক্রবর্ত্তী যে ধরনের আচরণ করেন এবং আমার বিরুদ্ধে যে সব মন্তব্য করেন তা দুঃখজনক। আমি সমস্ত ঘটনা জেলা শাসককে জানালে তিনি আমার বা অন্য কোন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এজলাসে হাজির না থাকার মৌখিক নির্দেশ দেন। তবে আমরা এজলাসে না (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই চৈত্র বুধবার, ১৪০০ সাল।

মশকের শক্ [সখ ?]

বিগত দুই দশক কি তাহারও বেশী সময় ধরিয়া 'মাথুরের' পালা গাহিয়া প্রষিকভর্তৃকা মশকী অথবা প্রষিতভার্য মশক নিরানন্দে দীর্ঘকাল যাপনান্তে 'হমারী দুখের নাহিক ওর'—দিনশেষে পুনরায় আপন আপন ডেরায় আসিয়াছে। 'মশকায় ধূমঃ—মশক বিতারণের প্রাচীন পদ্ধতির স্থলে অর্বাচীন কালে 'মশকায় নানাবিধানি রাসায়নিকদ্রব্যাণি'র প্রয়োগে রক্তপিপাসু এই সঙ্কিপদ প্রাণিগণ বহুদিন ধরিয়া হয়ত আত্মগোপন করিয়া 'ইমমিউন্‌ড্‌' হইবার কঠিন তপশ্চর্যায় রত ছিল। সে সাধনায় তাহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে বৈকি। সেইজন্যই দেখিতেছি, ইহারা পরিবার পরিকল্পনার কঠোর বিধিনিষেধে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া নন্দিনী-নন্দনকুল চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়াইয়া বিলকুল আকুল করিয়া তুলিতেছে এই রাজ্যবাসীদের। (অস্যার্থঃ পশ্চিমবঙ্গে আবার) মশকের অভিযান ও আক্রমণ তীব্রভাবে দিবা-প্রাতঃ-নিশা নির্বিচারে। কর্মীরা কর্মস্থলে বিব্রত। নাগরিকদের ভোগান্তির অন্ত নাই স্বগৃহে। পড়ুয়ারা বিপর্যস্ত পঠনকালে। মনে হয়, অক্ষৌহিণী পর্যায়ে মশকসেনা হানা দিয়াছে গ্রামে-গঞ্জে-শহরে।

এখন অমুক স্থানের মশা বিখ্যাত বলিবার উপায় নাই। তাহারা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। আবদ্ধ এঁদো-পচা জল বা জলাশয় না থাকিলেও তাহারা হাজির হইতেছে। হইত গতির যুগে কোন উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাহারা এই দুর্গতি আনিয়াছে। কিন্তু এমন রক্তের সন্ধানে বেপরোয়া ভাব কেন? তবে কি তাহারাও আমাদের পন্থা অনুসরণ করিয়া ব্লাডব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছে কোন বৃহত্তর স্বার্থে? কমলাকান্তের ন্যায় দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইলে সবিশেষ বুঝা যাইত।

মশক নিবারণী সমিতি-সংস্থা গড়িয়া আবার নবতর পর্যায়ে জল্পনা-কল্পনা করিতে হইবে। পুরসভাকে এদিকে সুনজর দিতে হইবে। তাহা যতদিন না হইতেছে, ততদিত 'হবে তা সহিতে/মর্মে দহিতে/আছে সে ভাগ্যে লিখা' ছাড়া আর কি? ডিডিটি, ফ্লীট প্রভৃতিতে তাহারা আজ সম্ভবতঃ মৃত্যুঞ্জয়। সে যাহা হউক, মশকদংশনে রাজ্যবাসীর যে অসহনীয় অবস্থা, তাহার, নিবৃত্তি কতদিনে হইবে, কতদিনেই বা ইহাদের নররক্তে অরুচি জন্মিবে তাহা এখনই বলা যাইতেছে না।

॥ বিশ শতকের বিশ কথা ॥

আবদুর রাকিব

১) প্রদেশ তথা ভারত বিভাজনের প্রথম আলেখ্য ফুটে ওঠে আলীগড় কলেজের অধ্যক্ষ থিয়োডর মরিসনের এক পুস্তিকায়। এটি ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর মন্তব্য ছিল যদি ৫০ লক্ষ মুসলমানকে উত্তর প্রদেশে বাস করানো যায়, তাহলে জাতীয় ভাবধারার সৃষ্টি হবে। হয়তো মুসলিমদের সমস্যার সমাধানও হয়ে যেতে পারে এর ফলে।

২) ১৮৯০ এ মুসলিমদের জন্য প্রথম পৃথক ভূমি দাবি করেন আবদুল হালিম শররায়।

৩) ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে ষ্টক হলমের আন্তর্জাতিক সমাজবাদী সম্মেলনে এ জাতীয় বক্তব্য রাখেন দুই ভারতীয় প্রতিনিধি—আবদুল জব্বার ও আবদুস সাত্তার।

৪) ১৯২১ এ এক পুস্তিকা লেখেন আগ্রার একজন আইনজীবী—নাদির আলী। এই পুস্তিকায় তিনি বলেন, ভারতের হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধানে অন্যতম উপায় হল ভারত বিভাজন।

৫) ১৯২৪ এর দিকে আলীগড়ের এক জনসভায় ভাষণ প্রসঙ্গে মাওলানা মুহাম্মদ আলী বলেন, হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধান না হলে ভারতবর্ষ হিন্দু-ভারত ও মুসলমান-ভারতে বিভক্ত হবে।

৬) ঐ বছর লাহোরে লীগের সভায় এক প্রস্তাবের মাধ্যমে বলা হয়, এ দেশে এককেন্দ্রিক (unitary) শাসনের বদলে ফেডারেশন ধরনের শাসন ব্যবস্থা চাই। এ প্রস্তাবকে অবশ্য বিচ্ছিন্নতাবাদী বলা যায় না।

৭) ঐ সালে লালা লাজপত রায়ও একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। তাতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও পূর্ববঙ্গে চারটি মুসলিম রাজ্য গঠনের প্রস্তাব ছিল।

৮) ১৯৩০ এ মহাকবি ইকবাল উত্তর পশ্চিমের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিকে নিয়ে ফেডারেল ভারতবর্ষের মধ্যেই একটি রাজ্য (State) গঠনের প্রস্তাব দেন—এলাহাবাদে, লীগের অধিবেশনে। অবশ্য মুসলিম নেতারা এ প্রস্তাবের উপর গুরুত্ব আরোপ করেননি আদৌ।

৯) ১৯৩৩ এ জনৈক পাঞ্জাবী'—এই ছদ্মনামে একখানি বই লেখেন, পাঞ্জাব লীগের স্যার মুহাম্মদ শাহনওয়াজ। বইখানির নাম 'কনফেডারেসি অব ইণ্ডিয়া।' এতে পাঁচ ভাগে ভারত বিভাজনের প্রস্তাব ছিল। যথা সিন্ধু অঞ্চল, হিন্দু-ভারত, রাজস্থান, দাক্ষিণাত্য ও বঙ্গ। অবশ্য এ প্রস্তাবে একটি ঢিলেঢালা কনফেডারেসনের ব্যবস্থাও ছিল।

১০) স্যার সিকান্দার হায়াৎ তাঁর বইয়ে সাতটি অঞ্চলের কথা বলেন।

১১। ১৯৩৯ এ ভারত বিভাজনের পরিকল্পনা পেশ করেন খালিকুজ্জামান—ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড ও তাঁর সহকারী কর্ণেল মুইরহেডের কাছে।

১২) আলীগড়ের দুই অধ্যাপক, সৈয়দ জাফর-উল ও মহম্মদ আফজাল হাসান কাদরী ৬টি বিভাগের কথা বলেন। যেমন, পাকিস্তান, বঙ্গ, হিন্দুস্থান, হায়দ্রাবাদ, দিল্লী ও মালাবার।

১৩) ডাঃ এস এ লতিফ তাঁর 'দ্য মুসলিম প্রব্লেম ইন ইণ্ডিয়া' বইয়ে মুসলমানদের জন্য ৪টি ও হিন্দুদের জন্য ৬টি সাংস্কৃতিক অঞ্চলের ভিত্তিতে ভারত বিভাজনের কথা বলেন।

১৪) সবশেষে চৌধুরী রহমত আলীর পাকিস্তান। (পরের সংখ্যায়)

* তথ্য: জিন্না/পাকিস্তান নতুন ভাবনা—শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈদ মিলন উৎসব

অরঙ্গাবাদ: গত ১৬ মার্চ ৫০২ পতাকা বিড়ি গ্রুপের পরিচালক ও কর্মীবৃন্দ তাঁদের ফ্যাক্টরী প্রাঙ্গণে ঈদ মিলন উৎসবের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ইতিহাসের 'গুরু নানক' অধ্যাপক ডঃ অমলেন্দু দে, বহরমপুরের অধ্যাপক দীপঙ্কর চক্রবর্ত্তী, 'নূতনগতি' পত্রিকার সম্পাদক এমদাদুল হক, ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী হীরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ এবং ডি এন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রমুখ পবিত্র ঈদের তাৎপর্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গুরুত্ব নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেন।

এস এস বির জাতীয় সংহতি শিবির

জঙ্গিপুর: কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ সেবা সংস্থার (এস এস বি) পরিচালনায় ১৫ দিনের জাতীয় সংহতি শিবির হয়ে গেল রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের মিঠিপুর গ্রামে গত ২—১৬ মার্চ। প্রায় ৩০০ যুবক, ছাত্র নিয়মিত এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। ২৫ ফেব্রুয়ারী এস এস বির মেডিকেল টীম গরীব মানুষদের চিকিৎসা এবং বিনামূল্যে ওষুধ দেন হালদারপাড়ায়, ১৩ মার্চ স্বেচ্ছা শ্রমদানে মিঠিপুর পঞ্চায়েতের পানানগর, ষষ্ঠীতলা, মুসলমানপাড়ায় ব্যবহারের অযোগ্য বিভিন্ন রাস্তা সংস্কার করা হয়। এই শিক্ষাশিবির পরিচালনায় সাহায্য করেন স্থানীয় সাংস্কৃতিক মঞ্চের সদস্যরা। শিবিরে অংশগ্রহণকারী দু জন শিক্ষার্থীকে 'জাতীয় বীর' সম্পর্কে ভাল আলোচনার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দু'খানি বই পুরস্কার দেন সাংবাদিক ও সমাজসেবী সৌমিত্র সিংহ রায়। মিঠিপুর এবং আশপাশের ১৫/১৬টি গ্রামের যুব-ছাত্রদের মধ্যে এই শিবির দারুণ উৎসাহ, উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

চলুন ঘুরে আসি

সাধন দাস

'আকাশভরা সূর্যতারা, বিশ্বভরা প্রাণ, তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান' —রবীন্দ্রনাথের গানের এই সত্যকে মর্ম দিয়ে উপলব্ধি করি, যখনই গিয়ে দাঁড়ায় উন্মুক্ত আকাশের তলায়, সাগরের বেলাতটে, আকাশ ছোঁয়া পাহাড়ের পাদদেশে, অরণ্যে-প্রান্তরে ! এ্যাতো বড়ো এই বিশ্ব, এ্যাতো উদার এই আকাশ, এ্যাতো আলো, এ্যাতো আনন্দ— অথচ আমরা ঘোরতর সংসারী মানুষেরা খাওয়া, শোওয়া আর অফিস যাওয়ার বাঁধা-ধরা ছকের ভেতর এ্যাতোবড়ো জীবনটাকে তিল তিল করে নিঃশেষ করে দিই। এই পৃথিবীর বিপুল ঐশ্বর্য, পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে থাকা কত অজানা ফুল, অনামা দেশ, অদেখা নদী চিরজীবন অদেখাই থেকে যায় আমাদের। তবে শুধু শুধু কেন জন্মালাম ! জীবনের দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে ক্ষয় করে কীটের মতো মরবার জন্যই কি ?

"অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে, অচেনাকে চিনে চিনে উঠবে জীবন ভরে" —এই উন্মুক্ত উদার বিশ্বের ব্যাপ্তিতে নিজেকে হারিয়ে দেওয়ার যে কি আনন্দ, সে কথা ক'জন উপলব্ধি করতে পারে আজ ? অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছিলেন—"অন্তরের গহন গোপন মহারহস্য আবিষ্কার করতে হলে মাঝে মাঝে এসে বসতে হয় সমুদ্রের তীরে কিংবা খোলা আকাশের নীচে।" সংসারে এক ধরনের কাঠখোট্টা মানুষ আছে, যারা এ কথাটিকে স্বীকার করে না। তাদের জন্য দুঃখ হয়।

কোথায় কোন্ পাহাড়তলীর গাঁয়ে মেঘের ছায়া নেমে এল গোধূলিতে, কোথায় শীতের অরণ্যভূমি ঢাকা পড়ে গেলো মর্মরিত ঝরা-পাতায়, কোথায় পূর্ণিমা রাতে ঢেউ এর লহরে ফেনায়িত হয়ে উঠলো নির্জন সমুদ্রতীর— আমার তাতে কি সত্যই কিছু যায় আসে না ? তবে কেন শুনি মধ্যরাতে বুকের মধ্যে সমুদ্রের কল্লোল, পাহাড়ের হাতছানি ? বুকের খাঁচায় বন্দী সুদূর পিয়াসী মন কেন ছটফটিয়ে ওঠে অজানা নদীর কলতান শোনার জন্য ? দূরে কোথায় দূরে দূরে সীমাহীন মরুভূনির দেশে ঘরদোর ছেড়ে যাযাবরের মতো বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে কেন ? কেন না, আজ জেনেছি— প্রতিদিনকার এই ছকে বাঁধা গ্লানিময় এক-ঘেঁয়েমির নাম 'জীবন' নয়, 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে, আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে।' তাই দশ টাকা রোজগার করলে দুটি টাকা তুলে রাখি পর্যটনের জন্য, পর্যটন জীবনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পর্যটন আজ শুধু ধনীর বিলাস নয়, পর্যটন আজ শিল্প, পর্যটন আজ শিক্ষার অঙ্গ। পুঁথির পাতার শুষ্ক জ্ঞান রসের ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে ওঠে ভ্রমণের মাধ্যমে। স্কুল-কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি বছর শিক্ষামূলক ভ্রমণ আজ সর্বজনস্বীকৃত। শুধু কি পুঁথিগত শিক্ষা, পর্যটনের মাধ্যমে প্রসারিত হয় শিক্ষার্থীর মন, সংকীর্ণতা থেকে উত্তরণ ঘটে বিশ্বমানবতার ব্যাপ্তিতে, জীবনের বড় বড় দুঃখগুলোকে সেই ব্যাপ্তির মাঝখানে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষের অহংবোধ নতশিরে বলে— 'আমি কিছু নই—তুমিই সব।'

অনেকে বলবেন—ভ্রমণের আর্থিক সঙ্গতি সকলের থাকে না। সে কথা ঠিক। কিন্তু আপনাকে তো কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি— হোয়াংহো, রাইন, আমাজন বা টেমস্-এর তীরে আপনাকে যেতেই হবে, কিংবা মিশরের পিরামিড, ব্যাবিলনের ঝুলন্ত বাগান বা ভ্যাটিক্যান সিটি আপনাকে দেখতেই হবে, কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি— সিমলা, দেরাদুন বা কন্যাকুমারিকা আপনাকে যেতেই হবে, সিন্ধু বা কাবেরীর জলে আপনাকে স্নান করতেই হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন —"বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে বহু ব্যয় করি" বহু দেশ ঘুরে, দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু / দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া, একটি ধানের শিষের উপর, একটি শিশিরবিন্দু।" পালামৌর জঙ্গল আপনার নাই বা জুটলো, বাড়ির কাছে বেথুয়া-ডহরী অভয়ারণ্যে আপনি এক দিনেই ঘুরে আসতে পারেন, কিংবা আর দুটো দিন হাতে নিয়ে চলে যান জলপাইগুড়ির জলদাপাড়া অভয়ারণ্য ! দিল্লীর ফতেপুর সিক্রি যদি যেতে না পারেন তাহলে ইতিহাসের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে চলে যান মালদার (শেষ

বাণিজ্যিক ফসলে
সোনা ফলায়

সোনা সার

সিএএন ২৫% নাইট্রোজেন + ৮% ক্যালসিয়াম

- গাছের দ্রুত বাড়-বৃদ্ধির জন্য নাইট্রেট আকারে ১২·৫% নাইট্রোজেন
- স্থায়ী, দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য অ্যামোনিয়াক্যাল আকারে ১২·৫% নাইট্রোজেন
- মাটির অম্লতা দূর করা, গাছের স্বাস্থ্যকর বাড়-বৃদ্ধি ও ভালো ফলনের জন্য ৮% ক্যালসিয়াম
- তুলো, পাট, তামাক, লঙ্কা, আখ ও তুঁতে বাগিচার জন্য বিশেষ উপযোগী। এছাড়াও গম, ভুট্টা, আলু, তরি-তরকারী ও ফলমূলের ক্ষেত্রেও খুবই কার্যকর।

বেশি ফলন
কম দাম

স্টীল অথরিটি অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
কেন্দ্রীয় বিপণন সংগঠন

TCP/SAIL 273 A2/94

মুর্শিদাবাদ জেলা কেশশিল্পী সম্মেলন

ফরাক্কা : গত ২৪ মার্চ স্থানীয় রিক্রিয়েশন হলে মুর্শিদাবাদ জেলা কেশশিল্পী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৩৫০ জন সেলুন মালিক ও সাধারণ কেশশিল্পী এই সম্মেলনে যোগ দেন। প্রকাশ্য সমাবেশে সম্মেলনের সভাপতি প্রদীপ নন্দী তাঁর ভাষণে আজকের সভাতার এই সন্ধিক্ষণে কেশ শিল্পীদের অবদানের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলেন। ইউ টি ইউ সির লালগোপাল ব্যানার্জীও বক্তব্য রাখেন। পরে শিল্পী প্রতিনিধিদের এক মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

হোলির বলি

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৮ মার্চ হোলির শেষদিন স্থানীয় শহরের ফাঁসিতলায় একদল উচ্ছৃঙ্খল যুবকের হাতে জনৈক দেবেন মাল বিনা কারণে নৃশংসভাবে প্রহৃত হন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে রক্তমোক্ষণ বন্ধ না হওয়ায় পরদিন রাতে তিনি মারা যান। এই নিয়ে একটি পুলিশ কেস হয়েছে বলে জানা যায়। উচ্ছৃঙ্খল যুবকেরা ফেরার বলে খবর।

রাস্তা ও পঞ্চবটী গ্রাম বিপন্ন (১ম পৃষ্ঠার পর)

পারে ; বাধাহীন ফল্গুর জল বানের সময় খুশিমত বয়ে পাগলা ও ফল্গুর উপর যে দুটি স্লুইশ গেট নির্মিত হয়েছে তার কার্যকারিতা নষ্ট করে দেবে বলেও ঐ এলাকার অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করছেন। অপরদিকে রেললাইনের পূর্বে কানুপুর গ্রামের ২নং তালকাভুক্ত মাঠে আর এল আই স্কীমে যে জলসেচ প্রকল্প হয়েছে, চারিদিকে মাটি কেটে নেওয়ায় মেসিন ঘরে ও জলসেচের পাইপ লাইনগুলির ক্ষতি সাধন করে স্কীমটিকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দেবে বলেও গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন। গ্রামবাসীরা ক্ষোভের সঙ্গে জানান—শত শত পরিবারের এবং সরকারী রেললাইন, রেলব্রিজ, যান চলাচলের রাস্তা, ফসলের জমি ও সরকারী সেচ প্রকল্পের ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও কেন এই মাটি কাটা বন্ধ হচ্ছে না? এস ডি ও এস সুরেশকুমার বদলীর সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় মাটি কাটা শুরু হওয়ায় রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন গ্রামবাসীরা. তাঁরা এই মুহূর্তে এ বিষয়ে সজাগ হয়েজরুরী ব্যবস্থা নেবার জন্য সরকারকে দাবী জানাচ্ছেন।

বিরোধে এজলাস বন্ধ (১ম পৃষ্ঠার পর)

বসলেও দূর দূরান্তর থেকে আসা মানুষজনের যাতে হয়রানি না হয় তার জন্য চেম্বারে আলোচনার মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির চেষ্টা করছি। জেলা শাসক জানিয়েছেন খুব শীঘ্র তিনি আইনজীবীদের সাথে বৈঠক করে এ ব্যাপারে একটা সুষ্ঠু সমাধানের চেষ্টা করবেন।

চলুন, ঘুরে আসি (২য় পৃষ্ঠার পর)

গৌড় বা বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে। গৌড়ে দেখুন মীনা করা রঙীন ইটের তৈরী লোটন মসজিদ, শাহ্ সুজা নির্মিত লুকোচুরি দরওয়াজা, পাণ্ডুয়ার একলাখী সমাধির আদলে এনামেল ইট দিয়ে তৈরী চিকা মসজিদ, কদম রসুল মসজিদ, ফিরোজ মিনার, সোনা মসজিদ, মদন-মোহন মন্দির ইত্যাদি। বিষ্ণুপুরে গেলে দেখতে পাবেন টেরাকোটার কাজ করা মল্লরাজাদের স্মৃতিবিজড়িত রাসমঞ্চ, রাধামাধব মন্দির, দলমাদল কামান, শ্যামরায় মন্দির, গুমঘর, জোড়বাংলা মন্দির, পাথর-দরজা আর দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের প্রেয়সী লালবাঈ এর স্মৃতিবিজড়িত লালবাঁধ—ইতিহাস আর কিংবদন্তী যেখানে একাকার হয়ে গেছে। রাজস্থানের মাউন্ট আবু বা পাঞ্জাবের শতদ্রুকে যদি দূর মনে হয়, ঘাটশীলার ফুলডুংরী সুবর্ণরেখা তো দূরে নয়—দূরে নয় রাণীঝর্ণার পাহাড়, কাঁকরাঝোর, সমুদ্রসৈকত দীঘা। আপনি হয়তো জানেন না কাশ্মীর আপনার নাগালের বাইরে হলে হাতের কাছে আছে বাঁকুড়ার নির্জন মুকুটমণিপুর—চাঁদনীরাতে কংসাবতীর তীরে বসে শুনতে পাবেন সাঁওতালপল্লী থেকে ভেসে আসা মাদলের শব্দ। প্রতিবেশী জেলা বীরভূম তো বাউলতীর্থ। রাঙামাটির পথ, আদিবাসীপল্লী, মন উদাস করা দিগন্তছোঁয়া প্রান্তর—শান্তিনিকেতন, বক্রেশ্বর, তারাপীঠ, নলাটেশ্বরী, জয়দেব-কেঁদুলী। হরিদ্বার কিম্বা কাশী যদি যেতে না পারেন, একদিনের ছুটিতে টুক্ করে ঘুরে আসতে পারেন কাটোয়ার সতীপীঠে, বহুলাদেবীর মন্দির, নবদ্বীপ-মায়াপুর বা শান্তিপুরের জলেশ্বর মন্দিরে। হর্ষবর্দ্ধনে চ'ড়ে তিনদিন তিনরাত ঢেউ এর ঝাঁকুনি খেয়ে একগাদা টাকা ঢেলে আন্দামান যদি না-ই যাওয়া হয়, তাহলে দক্ষিণ শেয়ালদা থেকে ক্যানিং এর ট্রেন ধরে, মাতলা নদীতে লঞ্চে চ'ড়ে আপনি চলে যেতে পারেন বাসন্তী, গোসাবা, সজনেখালি, পাখিরালয়—সুন্দরী, শাল, গরাণের অরণ্য সুন্দরবনে।

মোট কথা, ঘরের মধ্যে আর নয়, আর নয় চায়ের দোকানের আড্ডায় নোংরা রাজনীতির গল্প, গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপে পড়শীদের কেচ্ছা-কেলেংকারীর কাহিনী। ঘরের কোণে বসে থাকলে মনের আয়তন ছোট হয়ে যায়, তখন তাতে বড় কোনো ভাবনা আর ঠাঁই পায় না। সংকীর্ণ স্বার্থের নোংরা নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে, বুক ভ'রে নতুন নির্মল বাতাস নিতে, সামনের পুজোয় চলুন, কোথাও ঘুরে আসি !!

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং : গনকর ২২৯

সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী—কোরিয়াল, জামদানি জোড়, পাঞ্জাবির কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ির নির্ভর-যোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আপনার সংসারের
ছোট খাটো সমস্যার সমাধানে

কপোতাক্ষ ফাইন্যান্স

গভ রেজিঃ নং ২১-৫৬০৮৩

রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)

টিভি, ভিসিপি ভিসিআর ও ফ্রিজের
কনট্রাক্ট বেসিস মেরামত কোম্পানী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।